

নতুনদের জন্য একদম শুরু থেকে অনলাইনে আয় গাইডলাইন।

পর্ব-০৩

বইটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য দেয়া হয়েছে। কোন রূপ
এডিট কিংবা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

সূচনা ঃ

এর আগের দুটি খন্ডে ফ্রীল্যান্সিং এর বেসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারণা এবং খুটিনাটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যারা এই খন্ড প্রথম দেখছেন অবশ্যই আমাদের সাইট থেকে আগের পাঁচটি দুটি দেখে নিন। আজকের পাঁচটি থাকছে ফ্রীল্যান্সিং এর জন্য দুই ধরনের কাজ এবং নতুনদের জন্য অ্যাকাউন্ট খোলা এবং ক্লাইন্ট সর্তকতা।

কাজ শুরু করার আগের কিছু কথা-

আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই?? আশা করি সবাই মহান আল্লাহ তায়ালা র রহমতে ভাল আছেন। আমিও তাঁর দয়ায় আলহামদুলিল্লাহ বেষ ভালই আছি। আপনি যদি আমাদের আইটি বাড়ি প্রকাশিত অনলাইনে আয়ের ধারাবাহিক খন্ডের আগের ই-বুক গুলো ভাল ভাবে দেখে থাকেন তাহলে এবার আপনার সময় হয়েছে এই লেখাগুলো পড়ার।

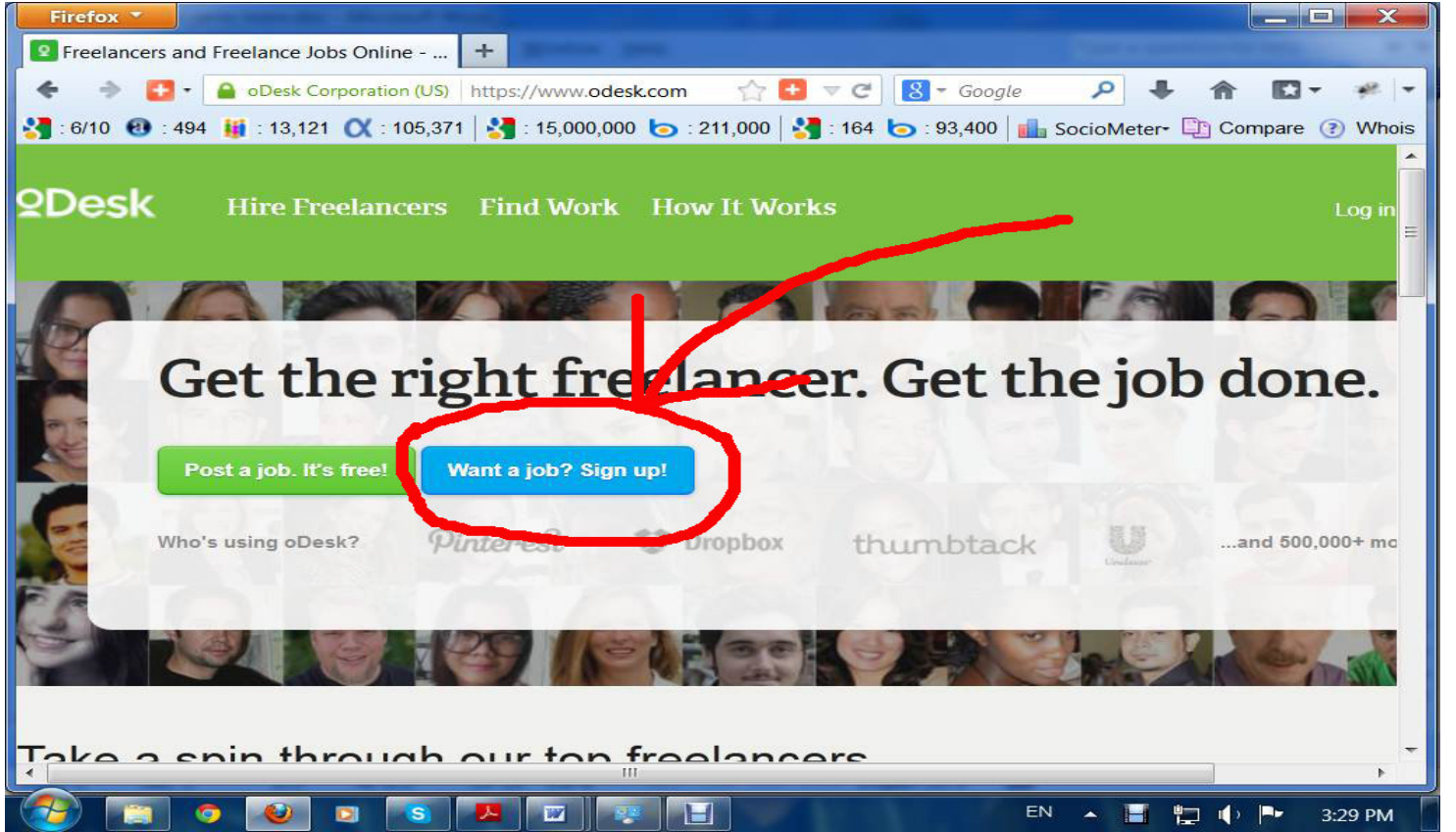
আপনি যদি আগে থেকেই জানেন যে, odesk কি এবং কীভাবে এতে কাজ পেতে হয় তাহলে ভাল আর যদি না জানেন তবে ভাল করে মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। যদিও আগে আলোচনা করেছি তবুও আরেকবার একটু হাইলাইট করছি।

প্রথমেই বলি odesk কি?

Odesk হল পৃথিবীর অন্যতম সেরা ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস যেখানে রয়েছে প্রচুর কাজ। এখানে আপনি কাজ করতেও পারবেন আবার মানুষকে দিয়ে কাজ করাতেও পারবেন। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কাজ। এর মধ্যে Web Developing এবং SEO এর প্রচুর কাজ রয়েছে।

ওডেস্ক এর ওয়েবসাইট এর ঠিকানাঃ- <http://odesk.com>

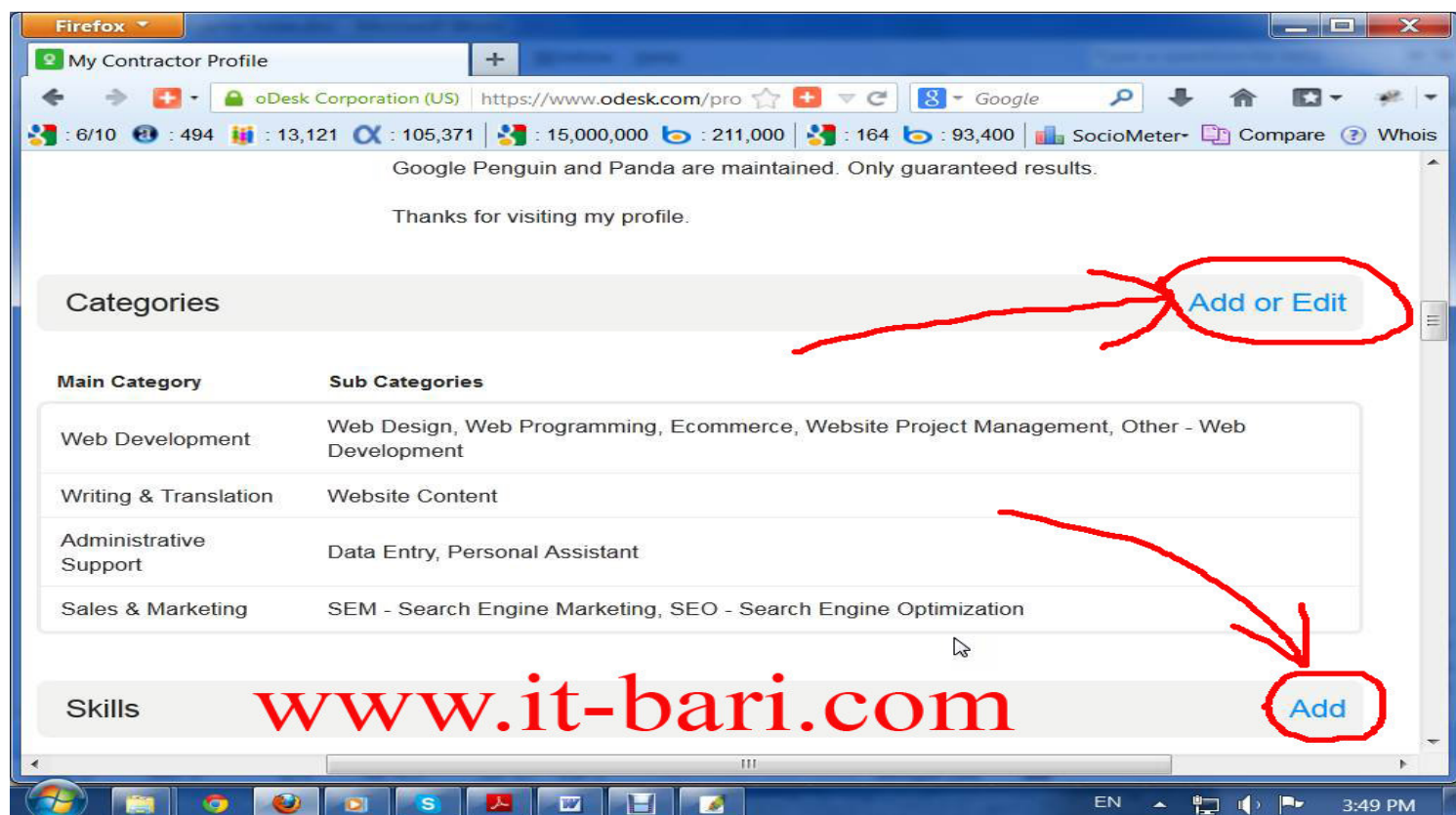
Odesk.com এ account খোলা এবং কাজ পাওয়ার সিস্টেম- Odesk.com এ কাজ করতে হলে আপনাকে আগে একটা account খুলতে হবে। account খোলার জন্য www.odesk.com এ যান, তারপর Want a Job ? Sign Up এ ক্লিক করুন।



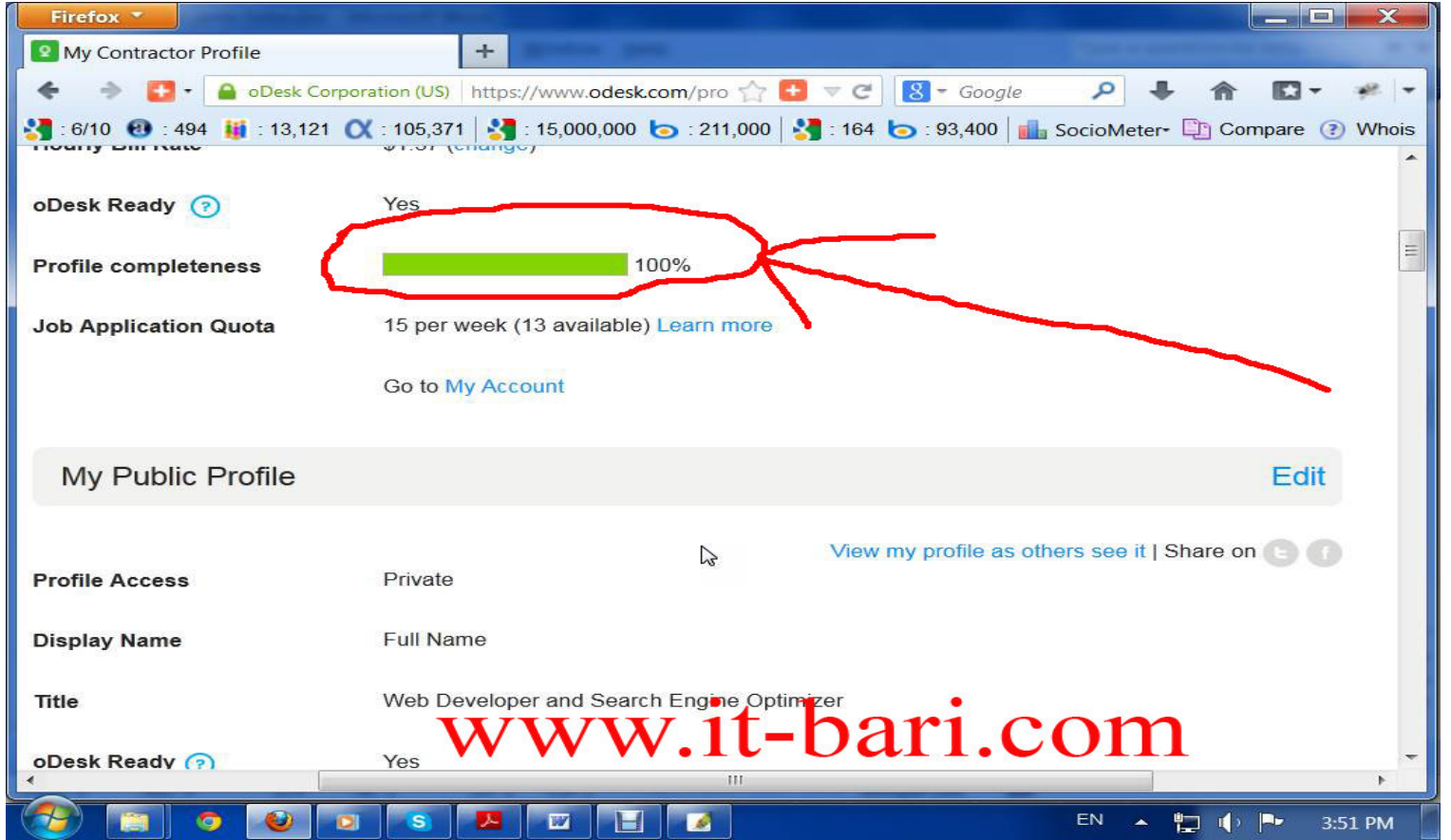
(সাইন আপ এ ক্লিক করার সময় লক্ষ করুন, দুই রকমের সাইন আপ সিস্টেম রয়েছে, প্রথমটি হল যিনি কাজ দিবেন মানে বায়ার বা ক্লাইন্টদের জন্য আর দ্বিতীয়টি হল ওয়ার্কার বা আপনার জন্য।)

তারপর আপনার নাম, ঠিকানা দিয়ে যথাযথ ভাবে সকল ঘর পূরণ করুন। মনে রাখবেন- এখানে আপনি যে নাম দিবেন তা যেন আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এর নামের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়, তা না হলে টাকা তোলার সময় অথবা অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করার সময় ঝামেলা হতে পারে। আপনার ঠিকানাও আপনার বর্তমান ঠিকানা দিবেন। তারপর আপনার ই-মেইল এ একটি মেইল যাবে, সেটিতে ক্লিক করলে আপনার অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে যাবে।

অ্যাকাউন্ট খুললেই আপনি কাজ পাবেন না। আপনাকে আগে রেভিনেস নামে একটি পরীক্ষা দিয়ে তাতে পাশ করতে হবে, তাছাড়াও আপনাকে আরও অনেক কিছু ফিল আপ করতে হবে। এখানে আপনি কি কি বিষয়ে কাজ করতে আগ্রহী সেগুলো ঠিক করে দিন।



প্রতিটি কাজের জন্য আপনার প্রোফাইল একটু একটু করে কমপ্লিট হতে থাকবে। এখানে আপনি আপনার পোর্টফোলিও যোগ করতে পারবেন। পোর্টফোলিও হচ্ছে আগের কাজের নমুনা। মোটামুটি ৮০% প্রোফাইল কমপ্লিট হলেই আপনি কাজ করার জন্য আবেদন করার অনুমতি পাবেন। তবে প্রোফাইল ১০০% কমপ্লিট হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।



এখন কাজ করার জন্য আপনাকে প্রথমে বিভিন্ন কাজের তালিকায় যেতে হবে। এর জন্য আপনার ওডেস্ক অ্যাকাউন্ট এ লগইন করে **find work** এ ক্লিক করুন।

তারপর আপনার সামনে পেজের বাম পাশে কাজের ক্যাটাগরির তালিকা আসবে সেখান থেকে আপনি বিভিন্ন ক্যাটাগরির কাজ ব্রাউজ করতে পারবেন। এখান থেকে আপনি যে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করবেন সেই ক্যাটাগরিতে যে সকল কাজ রয়েছে, সেগুলো দেখতে পারবেন।

যেহেতু আপনি **SEO** এর কাজ শিখেছেন তাই আপনি **SEO** এর ক্যাটাগরি ব্রাউজ করেন, সেখানে গেলেই দেখবেন কাজের এক লম্বা তালিকা। আপনাকে আগে কাজের জন্য দরখাস্ত যাকে বলা হয় বিড করা এটি করতে হবে। ধরুন একটা কাজের জন্য ১৫ জন বিড করেছেন এখন যিনি কাজ দিয়েছেন বা বায়ার বা **clint** এই ১৫ জনের মধ্যে থেকে নিজের ইচ্ছা

মত একজন বা একের অধিক জনকেও তার কাজের জন্য নিয়োগ দিতে পারেন। এখন যদি আপনি কাজের বিড টা ভালভাবে করতে পারেন তবে আপনার কাজ পাওয়ার সুযোগ থাকে অনেকাংশে।

কাজের তালিকা ব্রাউজ করার সময় হয়ত আপনি লক্ষ্য করবেন যে, সেখানে দুই ধরনের কাজ রয়েছে। যেমন-

ফিক্সড প্রাইজ কাজ (fixed price work)

ঘণ্টা হিসাব (hourly work)

Fixed Price Job

Fixed price work হল এমন সব কাজ যার পুরো কাজটির মূল্য আগে থেকেই নির্ধারিত থাকে। আপনি ওডেস্ক অথবা যে কোন ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটে গেলেই যখন নতুন কাজের তালিকা দেখবেন তখন কাজের হেডলাইনের নিচেই বা পাশেই দেখতে পারবেন এটা **fixed price** নাকি **hourly rate** এর কাজ। নতুনদের জন্য এ সকল কাজে বিড না করাই ভাল, কারণ, এ সকল কাজে টাকা পাওয়ার নিশ্চয়তা কম থাকে, মানে কোন গ্যারান্টি নাই। ধরেন আপনি একটি 50\$ এর **fixed price** কাজ করলেন, অনেক কষ্ট করে কাজটি করলেন এবং তা আপনার বায়ারকে (যিনি কাজ দিয়েছিলেন) তা সাবমিট করলেন, এখন আপনার বায়ার তা পছন্দ করল না বা বায়ার ইচ্ছা করেই তা পছন্দ করল না, এখন সে যদি আপনাকে টাকা না দেয় তাহলে আপনি কিছুই করতে পারবেন না, আপনি যদি চান ওই ক্লাইন্টের নামে odesk team এর কাছে নালিশ করতে তবে আপনি তা করতে পারবেন। এর ফলে ওই বায়ার আপনাকে **desput** দিবেন, এর অর্থ হল আপনি আপনার কাজটি সুন্দর ভাবে করতে না পারায় আপনার বায়ারের সাথে আপনার পেমেন্ট নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। ফলে odesk এর একটি টিম মেসেজ এর মাধ্যমে আপনার ও আপনার বায়ারের কথা শুনবেন ও সিদ্ধান্ত নিবেন, আপনি কাজটি করতে পারেন নাই নাকি আপনার বায়ার আপনার সাথে দুই নাস্তারি করছেন। ঘটনা যাই হোক না কেন তাদের এই নিরীক্ষণ এর ফলাফল কিন্তু একই, তারা আপনার বায়ারকেই সাপোর্ট করবে, তার কারণ আপনি যদি না থাকেন ফলে তাদের তেমন কোন লস নেই, আপনি যে কাজটা করতেন তা অন্য কেউ করবে, কিন্তু বায়ার যদি না থাকে তাহলে তারা একজন কাজ দাতাকে হারাবেন যাদের দিয়েই odesk এর বিজনেস। ফলে আপনি কাজ+টাকা+আপনার রেপুটেশন সব হারাবেন। সাথে সাথে আপনার প্রোফাইলে **one disput** লেখা হয়ে যাবে, ফলে আপনি যখন অন্য কোন কাজে বিড করবেন তখন ক্লাইন্ট আপনার প্রোফাইলে গিয়ে দেখবে **one disput** তার মানে, তখনি তিনি ধরে নিবেন যে, আপনি কাজ পারেন না। তাই ভুলেও নতুন অবস্থায় **fixed price** এর কাজে বিড করবেন না। তবে একটু পুরাতন হলে করতে পারেন।

Hourly Rate Work

Hourly Rate Work হল ঘণ্টা হিসেবের কাজ। আপনি প্রতি ঘণ্টা একটা নির্দিষ্ট রেট হিসেবে যত ঘণ্টা কাজ করবেন আপনার বায়ার আপনাকে তত ঘণ্টা হিসেবে যত টাকা আসে তা দিবেন। আপনি নতুন অবস্থায় এই ধরনের কাজই করবেন, কেননা এই ধরনের কাজে কোন রিস্ক থাকে না। আপনি যতটুকু কাজ করবেন আপনার বায়ার আপনাকে ততটুকুর টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন। ইঁ্যা, আপনার কাজ যদি পছন্দ না হয় তবে তিনি আপনাকে খারাপ ফিডব্যাক দিতে পারেন কিন্তু টাকা তাকে দিতেই হবে, তাই তো আমি আগেই বলেছি যে, কাজ ভাল করে না শিখে তা করতে যাবেন না, এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

ক্লাইন্ট সিলেকশান

অনলাইনে কাজ করতে হলে ক্লাইন্ট সিলেকশন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অনেকেই নতুন অবস্থায় ফেইক ক্লাইন্ট এর কাজে বিড করে পরে টাকা পায় না, আর পরে বলে ফ্রীল্যান্সিং ভুয়া। আসলে দোষটা তারই কারন, তিনিই বুঝতে পারেন নি যে, ফ্রীল্যান্সিং ভুয়া নয়, ঐ ক্লাইন্টই ভুয়া। ওডেস্ক সহ বিভিন্ন ফ্রীল্যান্স মার্কেটে যে কেউ চাইলেই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে কারন এটা ফ্রী। আর ঠিক এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে অনেকেই তার নিজ স্বার্থ হাসিল করার জন্য ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে সহজ সরল লোকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। তাই সব সময় চেষ্টা করুন পেমেন্ট মেথুড ভেরিফাইড ক্লাইন্টের কাজে বিড করার জন্য। পেমেন্ট মেথুড ভেরিফাইড কিনা তা কাজের হেডলাইনের নিচেই দেখতে পাবেন। তাছাড়াও এশিয়া মহাদেশের ক্লাইন্টদের কাজে বিড না করাই ভাল। সবচেয়ে ভাল হয় ক্লাইন্ট যদি, USA, Australia, Canada এবং UK এর হয়।



উপরের ছবিতে দেখুন প্রথম কাজে ক্লাইন্ট এর নিচে কোন ডলার চিহ্ন নেই, মানে এই ক্লাইন্ট এর পেমেন্ট মেথড ভেরিফাইড না, সুতরাং এ কাজে বিড না করাই ভাল। আবার দ্বিতীয় কাজে দেখুন ডলার সাইন আছে, মানে এনার পেমেন্ট মেথড ভেরিফাইড এবং ডলার সাইন এর ভেতর আমরা সবুজ রং দেখতে পাচ্ছি, এর মানে হল ক্লাইন্ট এর আগে তার কনট্রাক্টরকে বেশ কিছু ডলার পেমেন্ট করেছেন। তিনি যত বেশি ডলার পে করবেন এই সবুজ দাগ তত বেড়ে যাবে। আবার ওনার দেখুন স্টার মার্ক রয়েছে একদম পাচে পাচ। মানে ক্লাইন্ট খুবই ভাল এবং আপনি নির্ভয়ে এই ক্লাইন্টের কাজে বিড করতে পারেন। এইভাবে ক্লাইন্ট বাছাই করুন। আর যদি আরও জানতে চান, আমাদের সাইট প্রকাশিত অনলাইনে আয়ের উপর বাংলা ভাষায় বানানো ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখতে পারেন। তবে চেষ্টা করবেন ইউএসএ, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশের ক্লাইন্টের কাজে বিড করবেন।

আমাদের সাইটের ঠিকানা- <http://it-bari.com>

আপনি কি অনলাইনে আয় করতে আগ্রহী?

“বুঝতে পারছেন না কিভাবে কি করবেন এবং
কোথা থেকে শুরু করবেন?”
তাহলে নিচের আটিকেলটি পড়ুন। এটি আপনার
জন্যই !

নতুনরা অনলাইনে আয় করুন সঠিক উপায়ে !

তরুণরা পড়াশুনা এবং দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি ফ্রীল্যান্সিং করে অনলাইনে থেকে আয় করতে পারেন। কোন প্রকার ইনভেস্টমেন্ট এর প্রয়োজন নেই। শুধু জানা দরকার কাজ। ফ্রীল্যান্সিং এ নতুনদের জন্য সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ এবং সহজ উপায় হল **Search Engine Optimization** এর কাজ শেখা। এটি শিখতে কম সময় লাগে এবং সহজ। একটু চেষ্টা করলে আপনিও করতে পারেন ফ্রীল্যান্সিং। যা থেকে মাসে ১০০-৫০০০ ডলার আয় করা সম্ভব। দশ হাজার টাকা সমমূল্যের প্রাতিষ্ঠানিক এসইও এর কোর্স এখন ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার মাধ্যমে ঘরে বসেই শেখা সম্ভব। সেই জন্যই আইটি বাড়ি আপনাদের পূর্ণাঙ্গরূপে এসইও শেখা এবং অনলাইনে আয়ের গাইডলাইন টিউটোরিয়াল দিচ্ছে মাত্র ৪০০ টাকায়! এটি দেখে সম্পূর্ণ রূপে এসইও এর কাজ শেখা যাবে এবং কাজ শিখে কিভাবে কাজ করে আয় করবেন তার বিস্তারিত ভিডিও টিউটোরিয়াল রয়েছে এই ডিভিডি এ। সবগুলো ভিডিও বাংলা ভাষায় এবং অত্যন্ত সহজভাবে বিস্তারিত করে তৈরি যাতে নতুনরা বুঝতে এবং কাজ শিখে কাজ করতে পারেন।

প্রত্যেকটি কাজ হাতে কলমে করে দেখানো রয়েছে ফলে আপনাকে কষ্ট করে কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক কোর্স করতে হবে না। ঘরে বসেই আপনি কাজ শিখতে এবং কাজ করে আয় করতে পারবেন। সাথে যে কোন সমস্যায় হেল্প পাবেন।

বেকার বসে না থেকে কাজ শিখুন, অনলাইনে আয় করুন। নিজেকে গড়ুন, দেশকে গড়তে সহায়তা করুন।

www.it-bari.com

www.facebook.com/itbari

! " # \$% & ' ,

() \$ www.facebook.com/groups/itbari

* * +, * # - 0 1 2 33

www.youtube.com/itbari

www.purepdfbook.com

আজ এইটুকুই থাকল। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। আজকের এই ই-বুক এর একটাই উদ্দেশ্য যাতে করে, নতুনরা ক্যারিয়ার শুরু করার আগেই যেন ধরা না খান বা কাজ করতে গিয়ে ভুল পথে এগিয়ে হতাশ না হয়ে পড়েন। কাজেই প্রথম থেকেই সব সঠিক তথ্য জানুন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করুন দেখবেন কোথাও আটকাতে হবে না ইনশাআল্লাহ্।

“আগামী খন্ডে আলোচনা করব কিভাবে বিড করবেন, কাজ কিভাবে করবেন এবং টাকা কিভাবে পাবেন।”

=>> বইটি সম্পর্কে মতামত দিন। আমাদের ওয়েবসাইটে অথবা ফেসবুকে গিয়ে আপনার মূল্যবান মতামত দিন। আপনাদের বিডব্যাকই আমাদের অনুপ্রেরণা।

আমাদের ওয়েবসাইট- <http://it-bari.com>

ফেসবুক পেইজ- <http://facebook.com/itbari>

ফেসবুক গ্রুপ- <http://facebook.com/groups/itbari>

ইউটিউব চ্যানেল- <http://youtube.com/itbari>

আগামী খন্ডের আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

----- আল্লাহ্ হাফিজ -----